উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-১

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

আমিরুল মুমিনিন

মুআবিয়া

ইবনু আবি সুফিয়ান রা.

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-১

আমিরুল মুমিনিন

মুআবিয়া

ইবনু আবি সুফিয়ান রা.

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০২২
প্রথম প্রকাশ : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৮০০, US $ 25. UK £ 15

প্রচ্ছদ : নাঈমা তামান্না
নামলিপি : সাইফ সিরাজ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96143-9-5

Muabia Ibn Abi Sufian Ra.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সর্বোত্তম বিচারক ও সর্বাপেক্ষা ইনসাফকারী। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের ওপর—যাঁরা উম্মাহর আদর্শ, আলোর দিশারি ও সত্যের মাপকাঠি।

হামদ ও সালাতের পর। বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির 'উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-১' তথা আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা.-এর জীবনীগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে দয়াময়ের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মুআবিয়া রা. ছিলেন আল্লাহর রাসুলের একজন প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সাহাবি। তাঁর আদালত, সততা ও সত্যবাদিতা ছিল তর্কাতীত। এর ওপর প্রশ্ন তোলা প্রকারান্তরে কুরআনুল কারিম অস্বীকারের নামান্তর। কারণ, তিনি ছিলেন ওহি-লেখক।

সাহাবি হিসেবে তিনি যেমন ছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টির পাত্র, তেমনি প্রিয়নবির স্নেহধন্য হওয়ার পাশাপাশি তাঁর জন্য ছিল নবিজির বিশেষ দুআ। বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবিজি তাঁর জন্য দীনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভের দুআ করেছেন। নবিজির দুআ কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে?

নিঃসন্দেহে মুআবিয়া রা. ছিলেন একজন মুজতাহিদ সাহাবি। আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হচ্ছে, মুজতাহিদ তাঁর ইজতিহাদে ভুল করলেও একটি সাওয়াব পাবেন। আলি রা.-এর হাতে মুআবিয়ার বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি, সিফফিনযুদ্ধ, ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ওপর যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তা মূলত শিয়া ও প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচার, যার সঙ্গে বাস্তবতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ জাজায়ে খায়ের দান করুন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি ইতিহাস-গবেষক ড. শায়খ সাল্লাবিকে। ইতিহাসের যে পিচ্ছিল মোড়ে এসে রথি-মহারথিদের পা পিছলে যায়, হোঁচট খেয়ে পড়ে যান অনেকেই, সেখানে তিনি সাফল্যের সঙ্গে মোড়টি অতিক্রম করেছেন। স্পষ্ট করেছেন এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের

আকিদা। কঠিন আঘাত হেনেছেন ভ্রান্তি ও জালিয়াতির দুর্গে। প্রমাণ করে দেখিয়েছেন অভিযোগগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা।

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস সিরিজের এ গ্রন্থটির কাজ শুরু হয় আরও চার বছর আগে। কিন্তু অনিবার্য কারণে গ্রন্থটির দুটি অনুবাদ-পাণ্ডুলিপি বাদ দিয়ে নতুন করে অনুবাদ করতে হয়েছে। ইসলামি ইতিহাসের স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় এবং কাজটি যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে নিয়ে আসতে অনেক পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে আমাদের। আপনাদের টেবিলে শোভা পাওয়া গ্রন্থটির কাজ আল্লাহ তাআলা বিজ্ঞ অনুবাদক আবদুর রশীদ তারাপাশীর হাত দিয়েই সম্পন্ন করিয়েছেন।

অনুবাদক শায়খ তারাপাশীর অনুবাদ সম্পর্কে বলার প্রয়োজন মনে করছি না। গ্রন্থটি পড়লে পাঠক প্রতিটি শব্দে তাঁর ভাষিক যোগ্যতা ও অনুবাদের মুনশিয়ানা অনুভব করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আর তাঁর অনূদিত সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কালান্তর থেকেই, আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদ শেষে প্রাথমিক প্রুফ-সমন্বয়ের কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। এরপর আমি একবার পড়েছি। পরে আবার ইলিয়াস মশহুদ প্রুফ দেখেছেন। তারপর আবারও আমি পড়েছি। আমার পর শেষবার পড়ে দেখেছেন মুতিউল মুরসালিন। আল্লাহ তাদের উত্তম বদলা দিন। এ ছাড়া বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ মুফতি রেজাউল কারীম আবরার ও আবু আব্দুল্লাহ আহমদের কাছে। সবার সহযোগিতায় গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আবারও আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

অনুবাদক গ্রন্থটির অনুবাদে বিভিন্ন সংস্করণের সহযোগিতা নিয়েছেন। চেষ্টা করেছেন যাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই বাদ না পড়ে। আর সে জন্য সবকটি কবিতার সহজবোধ্য শিল্পিত অনুবাদও করে দিয়েছেন। সব ধরনের পাঠকের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন জায়গা ও পরিভাষা সম্পর্কে অনেক টীকাও যুক্ত করেছেন তিনি। আশা করি, এতে সাধারণ পাঠক বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আর টীকায় পাশাপাশি একই গ্রন্থ ও পৃষ্ঠা নম্বর থাকলে সেখানে প্রথমটা বাদ দিয়ে শেষেরটা রাখা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
০১.০৯.২০২১

অনুবাদকের কথা

সময়ের অশ্বে চড়ে সৃষ্টির সূচনা থেকেই জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস ছুটে চলছে দুরন্ত-দুর্বার গতিতে। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে অনেক ইতিহাস যেমন জাতিসুদ্ধ হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে, তেমনি সেই অশ্বদৌড়ে যোগ দিয়েছে নতুন নতুন জাতি ও তাদের ইতিহাস। দুর্নিবার সে অভিযাত্রায় ইতিহাসগুলোকে পাড়ি দিতে হয়েছে ধু ধু তেপান্তর, আদিগন্ত সমুদ্দুর, সবুজের চাদর-মোড়া বিস্তৃত উপত্যকাসহ চড়াই-উৎরাইসমৃদ্ধ অসংখ্য-অগণিত ন্যাড়া পাহাড়-পর্বত।

ইতিহাসের এই অশ্বদৌড়ের অন্যতম সারথি হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ইসলামি ইতিহাস। খুবসম্ভব ইসলামি ইতিহাসকে যে পরিমাণ আগুনের পাহাড় আর রক্তের সাগর পাড়ি দিতে হয়েছে, অন্য কোনো জাতির ইতিহাসকে তা দিতে হয়নি। কিন্তু কালপরিক্রমা থামিয়ে রাখতে পারেনি তার দুর্বার, দুর্জয়, দুরন্ত অভিযাত্রা। তবে সময়ের গতিধারায় ইসলামি ইতিহাসকে সবচেয়ে বিভীষিকাময় ও সর্বাধিক জটিল-কঠিন যে মোড় পাড়ি দিতে হয়েছে, সে মোড়ের নাম হচ্ছে মুশাজারাতে সাহাবা। আরেকটু সংকীর্ণ করে বললে বলতে হয় জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনের ভয়াবহ মোড়। আরও সংক্ষেপে বললে বলতে হয় সিরাতে মুআবিয়ার সুকঠিন, দুর্গম গিরিপথ, যে গিরিপথের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে ভ্রান্তির খরস্রোতা ধ্বংস-নদী; যে জায়গাটি ভয়াবহ রকম পিচ্ছিল।

ইসলামি ইতিহাসের প্রত্যেক রচক, পাঠক ও গবেষককে পাড়ি দিয়ে আসতে হয় সেই বিপজ্জনক বাঁকের ততোধিক বিপজ্জনক ধ্বংস-নদীর ওপর থাকা অতি ঝুঁকিপূর্ণ সাঁকো। কিন্তু দেখা গেছে ওই সাঁকোটি সাফল্যের সঙ্গে পাড়ি দিতে পেরেছেন খুব স্বল্পসংখ্যক ইতিহাস-অশ্বারোহী। সাঁকোর মাঝামাঝি এসে ধপাস ধপাস করে পড়ে গেছেন সেই ধ্বংস-নদে। শ্যাওলার মতো ভেসে গেছেন ভ্রান্তির প্রলয়স্রোতে।

জানি না কেন যে এখানে এসে খেই হারিয়ে ফেলেন বাঘা বাঘা সব ইতিহাসবিদ। কেন যে তাদের কলমগুলো হয়ে যায় এক একটা তলোয়ার। খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন প্রিয়তম নবির প্রিয় শ্যালক, কাতিবে ওহি, উম্মাহর মহান মামা, ইসলামের প্রথম শাহানশাহ আমিরুল মুমিনিন সাইয়িদুনা মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রাজিআল্লাহু আনহুমার ওপর।

দুনিয়ার সব আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর চরিত্রহননের নেশায়। বর্তমানের ঘৃণ্য স্বৈরশাসকদের চেয়ে বিষাক্ত শব্দের তিরে বিদ্ধ করেন তাঁর কমনীয় সিরাত।

জানি না কোন সে আবেগ তখন কাজ করে তাদের অন্তরাত্মায়। এটা কি তবে এ জন্য যে, জাহিলি-যুগে কুরাইশের মধ্যে তাঁর গোত্র বনু উমাইয়া ছিল নেতৃত্বের প্রশ্নে বনু হাশিমের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী? কিংবা নবুওয়াত-পরবর্তী যুগে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু তথা মক্কার কাফিরদের নেতা? অথবা এ জন্য যে, তাঁর মা হিন্দ উহুদযুদ্ধে পরম আক্রোশে নবিজির প্রিয়তম চাচা হামজার লাশ করেছিলেন বিকৃত, চিবিয়েছিলেন তাঁর কলিজা? কিন্তু এই আবেগি ইতিহাসবিদদের তো জানা থাকা দরকার ছিল—ইসলাম অতীতের গোত্রীয় বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে করেছিল ধূলিসাৎ। বিশেষ করে সাহাবিদের অন্তরে সেই কালো অতীতের হিংসা থাকার কল্পনাও করা যায় না। আর আবু সুফিয়ান ও হিন্দ মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামগ্রহণের পরপরই ঢুকে পড়েছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ও পূতচরিত্রের লোকদের কাতারে—যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন 'আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'

ইসলাম তো সম্পূর্ণরূপে পালটে দিয়েছিল তাঁদের জীবনের গতিধারা, তাই তো দেখা যায়, সদ্য ইসলামগ্রহণকারী আবু সুফিয়ান হুনাইনের কঠিন যুদ্ধে উৎসর্গপ্রাণ মুজাহিদদের মতো লড়াই করেছিলেন অমিত বিক্রমে; যে যুদ্ধে শহিদ হয়ে গিয়েছিল তাঁর একটি চোখ। এরপর সিদ্দিকে আকবরের যুগে অশীতিপর বুড়ো জীবনে পেছনদিনের ভুলের কাফ্ফারা আদায়ের জন্য ছেলে ইয়াজিদের নেতৃত্বে যোগ দিয়েছিলেন রোমান-বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের কঠিন যুদ্ধে। সে দিন তিনি যে ভাষায় মুসলিমবাহিনীকে উদ্দীপনা দিচ্ছিলেন, তা তো ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে সোনার আখরে। সে দিনও শহিদ হয়ে গিয়েছিল তাঁর অপর চোখটি।

তাহলে কেন তাঁকে এমন নির্দয়ভাবে টার্গেট করা হয়ে থাকে? কেন ইসলামি ইতিহাসের সেই মহান সেনানায়কের চরিত্রে—যাঁর পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে খোদ নবি কারিম ﷺ বলে গেছেন, 'আমার উম্মতের প্রথম যে দল সামুদ্রিক জিহাদ-অভিযানে বের হবে, তাঁদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।' যাঁর সম্পর্কে নবিজি এই বলে দুআ করেছেন, 'হে আল্লাহ, তাকে হিদায়াতকারী, হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং হিদায়াতের মাধ্যম বানাও।' যিনি ছিলেন আফ্রিকার অন্ধকার বুকে ইসলামের প্রচারক, যাঁর শাসনামলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল দূর মধ্য-এশিয়ায়—করা হয়ে থাকে এমন জঘন্য আঘাত?

তবে কি এই নির্মম হামলার কারণ জঙ্গো সিফফিন? স্বীকার করলাম—যে প্রেক্ষাপটে এই যুদ্ধ সংঘটিত, সেখানে অর্থাৎ, উসমান রা.-এর শাহাদাতের কিসাস-গ্রহণ প্রশ্নে তিনি ছিলেন ভুলের ওপর; কিন্তু ভুলের ফলে সংঘটিত যুদ্ধ তো নিছক ব্যক্তি-আক্রোশ

থেকে ছিল না। এ তো ছিল ইজতিহাদি ভুল; যেখানে সঠিক পক্ষের জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান; আর ভুল পক্ষের জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান। মুআবিয়া ফকিহ সাহাবি ছিলেন, তিনি ইজতিহাদ করতেই পারেন। তাঁর ইলমি গভীরতার ও ফাকাহাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের মতো বাহরুল উলুম সাহাবি, আবদুল্লাহ ইবনু উমরের মতো ফকিহ সাহাবি।

আলির খিলাফতের দাবি নিয়ে মুআবিয়ার কোনো কথা ছিল না; আর না তিনি নিজেকে আলির চেয়ে খিলাফতের যোগ্যতর মনে করতেন। তা ছাড়া আলির জীবদ্দশায় তিনি কখনো খিলাফতের দাবিও করেননি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে উসতাজের মতোই শ্রদ্ধা করতেন। বিরোধ চলাকালেও ফিকহি কোনো সমস্যা দেখা দিলে সুদূর শাম থেকে লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে সমাধান জেনে নিতেন। ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ছিল বিধায় তিনি যখন তাঁর শাহাদাত শুনতে পান তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি যাঁর সঙ্গে লড়াই করলেন, তাঁর জন্য কাঁদছেন?' মুআবিয়া তখন স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'হতভাগি! জানিস কি তাঁর এই প্রয়াণে উম্মাহর ফিকহি ময়দান কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?'

আসলে ওই ইতিহাসবিদদের প্রতারিত করেছে ইয়াহুদি-বাচ্চা ইবনু সাবার অনুসারী রাফিজিদের রচিত এ সংক্রান্ত অসংখ্য মিথ্যা বর্ণনা। তাবারি ও ওয়াকিদির মতো রাবিদের সূত্রে বর্ণিত এসব ভেজাল বর্ণনার চুলচেরা বিশ্লষণ না করে আগে থেকে মস্তিষ্ক ভারী করে রাখার কারণেই তাদের এই অবস্থা। তা ছাড়া এ পথে তাদের তাড়িত করেছে প্রাচ্যবিদদের রচিত ইতিহাসও। এ কারণেই আমরা রশিদ রেজা, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ ও মাওলানা মওদুদির মতো লেখককে মুআবিয়া প্রশ্নে পিছলা খেয়ে পড়তে দেখি।

আল্লাহর হাজার শুকরিয়া, সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি তাঁর রচিত *মুআবিয়াতুবনু আবি সুফিয়ান শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু গ্রন্থে* যেমন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই কঠিন মোড় পাড়ি দিয়েছেন, তেমনি তাঁর পাঠককুলকেও কীভাবে ওই পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতে হয়, এর উপায় বাতলে দিয়েছেন। বিদ্বেষী ইতিহাসবিদরা মহান ওই সাহাবির ওপর যেসব অভিযোগ দায়ের করে, অত্যন্ত ইনসাফের সঙ্গে প্রতিটি অভিযোগের দালিলিক ও যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিয়েছেন।

ইসলামি ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে কালান্তর প্রকাশনীর কর্ণধার প্রিয় আবুল কালাম আজাদকে পোড়াতে হয়েছে অনেক কাঠখড়। সে অনেক দীর্ঘ কাহিনি। গ্রন্থটির কলেবর বিবেচনায় আমি এটি অনুবাদের সাহস করতে পারছিলাম না। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর পেরেশানি দেখে রাজি হয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ স্বল্পসময়ের মধ্যেই গ্রন্থটি অনুবাদের তাওফিক দিয়েছেন।

আমরা সাধারণ মানুষ! ভুলভ্রান্তি আমাদের একটি সহজাত দুর্বলতা। মানুষ এই দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নয়। অতএব, ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাঠকমহলের কাছে বিনীত অনুরোধ—তথ্য, অনুবাদ ও শব্দপ্রয়োগগত যেকোনো ভুল ধরা পড়লে ইসলাহের নিয়তে আমাদের অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া হবে।

পরিশেষে যারা যেভাবে গ্রন্থটি আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত সহযোগিতা করেছেন, শ্রম দিয়েছেন, সবার শুকরিয়া জানাই। দুআ করি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে দীনের পথে অটল রাখেন। দীনের খিদমতের তাওফিক দেন। একে আমাদের নাজাতের অসিলা করেন। আমিন।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
২৬ জুন ২০২১

সূচি

ভূমিকা # ১৭

প্রথম অধ্যায়

মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান
জন্ম থেকে খিলাফতে রাশিদার যুগ পর্যন্ত # ২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও পরিবার # ৩১

এক : নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও জন্ম ৩১
দুই : আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ ৩২
তিন : মুআবিয়ার মা হিন্দ বিনতু উতবা ইবনু রাবিআ ৩৪
চার : মুআবিয়ার ভাই-বোন ৩৭
পাঁচ : মুআবিয়ার স্ত্রী ও সন্তানাদি ৪৮
ছয় : মুআবিয়ার ইসলামগ্রহণ ও তাঁর মর্যাদা ৫১
সাত : নবিজি থেকে হাদিস বর্ণনায় মুআবিয়া ৫৫
আট : মুআবিয়া সম্পর্কে মিথ্যা ও অশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ ৬০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবু বকর, উমর ও উসমানের শাসনামলে
মুআবিয়া ও বনু উমাইয়ার অবস্থান # ৬৭

এক : আবু বকরের খিলাফতকালে ৬৭
দুই : উমরের খিলাফতকালে ৭২
তিন : উসমানের খিলাফতকালে ৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলি ইবনু আবি তালিবের যুগে # ১৪৬

এক : উসমানের কিসাসগ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে সাহাবিদের মতবিরোধ ১৪৮
দুই : সিফফিনযুদ্ধ ও যুদ্ধপূর্ব ঘটনাবলি (৩৭ হি.) ১৪৯

তিন : যুদ্ধের সূচনা ১৬৫
চার : তাহকিম বা সালিশি ১৯৩
পাঁচ : তাহকিমের চুক্তির ব্যাপারে প্রমাণাদি ১৯৫
ছয় : তাহকিম-সংক্রান্ত বিখ্যাত ঘটনা এবং এর ভ্রান্তি ১৯৭
সাত : তাহকিমের ঘটনা থেকে কি মুসলিমবিশ্ব উপকৃত হতে পারে ২০৮
আট : এসব যুদ্ধ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতের অবস্থান ২১০
নয় : সিফফিনযুদ্ধের পর শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ২১৬
দশ : আলি ও মুআবিয়ার মধ্যে সন্ধি ২১৮
এগারো : মুআবিয়ার কাছে আলির শাহাদাতের সংবাদ ২১৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাসান ইবনু আলির যুগে মুআবিয়া # ২২২

এক : সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ স্তরসমূহ ২২৮
দুই : হাসান ও মুআবিয়ার মধ্যকার সন্ধির কারণসমূহ ২৩০
তিন : সন্ধির শর্তসমূহ ২৩৩
চার : সন্ধির ফলাফল

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুআবিয়ার বায়আত, তাঁর মর্যাদা, গুণাবলি ও শাসনব্যবস্থা # ২৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার বায়আত, তাঁর মর্যাদা, গুণাবলি ও আলিমদের প্রশংসা # ২৩৯

এক : মুআবিয়ার বায়আত ২৩৯
দুই : মুআবিয়ার বিশেষ গুণাবলি ২৪৮
তিন : মুআবিয়ার প্রশংসায় আলিমগণ এবং উমাইয়া শাসনকাল খায়রুল কুরুনের... ২৭২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মাহ ও ইসলামি সাম্রাজ্যের সঙ্গে মুআবিয়ার সম্পর্ক # ২৮৩

এক : খলিফার দায়িত্ব ২৮৩
দুই : খলিফার অধিকার ২৮৫
তিন : উমাইয়াদের রাজধানী শামের মর্যাদা-সংক্রান্ত হাদিস ২৮৬
চার : মুআবিয়ার যুগে বিচারিক ক্ষমতার অধিকারী লোকজন ২৯১
পাঁচ : মুআবিয়ার শাসনামলে শুরাপরিষদ ২৯৫
ছয় : মুআবিয়ার শাসনামলে বাকস্বাধীনতা ২৯৮

তৃতীয় অধ্যায়

মুআবিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি # ৩০৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীর্ষ সাহাবি, তাঁদের সন্তান ও বনু হাশিমের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে অনুগ্রহমূলক আচরণ # ৩০৫

এক : সন্ধির পর হাসান ও মুআবিয়ার সম্পর্ক ৩০৬
দুই : হাসান ও ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে মুআবিয়ার সম্পর্ক ৩০৮
তিন : মুআবিয়ার সঙ্গে ইবনু আব্বাসের সম্পর্ক ৩০৯
চার : মুআবিয়া কি মিম্বারে দাঁড়িয়ে আলিকে গালাগালের অনুমতি দিয়েছিলেন ৩১০
পাঁচ : মুআবিয়া : হাসানকে বিষপ্রয়োগ প্রসঙ্গ ৩১৫
ছয় : উসমানের খুনিদের ব্যাপারে মুআবিয়ার অবস্থান ৩১৮
সাত : হুজর ইবনু আদি হত্যা ৩১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠায় মুআবিয়ার প্রয়াস # ৩৩৩

এক : মুআবিয়া কর্তৃক নিজে শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ৩৩৩
দুই : শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ৩৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার সামাজিক জীবন ও ইলমি খিদমত # ৩৫২

এক : মুআবিয়ার সামাজিক জীবন ৩৫২
দুই : মুআবিয়ার ইলমি উদ্যোগ ৩৫৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার যুগে খারিজিরা # ৩৬৭

এক : কুফায় খারিজি আন্দোলন ৩৬৯
দুই : বসরায় খারিজিদের আন্দোলন ৩৭৩
তিন : গুরুত্বপুর্ণ কিছু শিক্ষা, তাৎপর্য ও উপদেশ ৩৭৭
চার : মুআবিয়ার যুগে খারিজিদের রচিত কিছু কবিতা ৩৮৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার যুগে অর্থব্যবস্থা # ৩৮৫

এক : আমদানি খাত ৩৮৫

দুই : সাধারণ ব্যয়খাত ৩৯৬
তিন : কৃষিব্যবস্থায় গুরুত্বারোপ ৪০০
চার : আন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৪০৫
পাঁচ : পেশা ও শিল্প ৪০৮
ছয় : মুআবিয়ার যুগে ব্যয়খাত নিয়ে সংশয় ৪১১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া ও উমাইয়া শাসনামলে বিচারব্যবস্থা # ৪২২

এক : খিলাফতে রাশিদার সঙ্গে উমাইয়া শাসনামলের সম্পর্ক ৪২২
দুই : বিচারব্যবস্থা থেকে খলিফাদের দূরে থাকা ৪২২
তিন : বিচারপতিদের বেতন-ভাতা ৪২৪
চার : রায় লেখা ও সাক্ষী রাখা ৪২৫
পাঁচ : বিচারকদের সহকারী ৪২৫
ছয় : অব্যাহত পর্যবেক্ষণ ৪২৬
সাত : উমাইয়া শাসনামলে বিচারকাজের উৎস ৪২৭
আট : প্রশাসন থেকে বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ ৪২৮
নয় : বিচারকদের জিম্মায় অতিরিক্ত দায়িত্ব ৪২৯
দশ : মুআবিয়ার শাসনকালের বিচারকদের নাম ৪৩০
এগারো : মুআবিয়া ও উমাইয়া-যুগে বিচারবিভাগের বৈশিষ্ট্য ৪৩৩
বারো : বিচারকাজ নিয়ে মুআবিয়াকে উমরের চিঠি ৪৩৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার যুগে পুলিশবিভাগ # ৪৩৬

এক : ইরাকের পুলিশ-প্রশাসন ৪৩৬
দুই : অন্যান্য প্রদেশে পুলিশ-প্রশাসন ৪৩৯
তিন : পুলিশবাহিনীর দায়িত্ব ৪৪০
চার : বিভিন্ন শক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক ৪৪৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার যুগে গভর্নর ও দপ্তরসমূহ # ৪৪৮

এক : মুআবিয়ার যুগে বসরার বিখ্যাত গভর্নরবৃন্দ ৪৫২
দুই : কুফা ৪৯৬
তিন : মদিনা মুনাওয়ারা ৪৭৩
চার : মক্কা ৪৯৮

পাঁচ : তায়েফের গভর্নররা ৪৯৮
ছয় : মিসর ৪৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

মুআবিয়ার যুগে ইসলামের বিজয়াভিযান # ৫০৫

প্রাক্‌কথন # ৫০৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যবিরোধী জিহাদি আন্দোলন # ৫১৬

এক : মুআবিয়া ও কনস্টান্টিনোপল ৫১৭
দুই : কনস্টান্টিনোপল দখলে মুআবিয়ার প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল ৫১৮
তিন : প্রথম দফা কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ৫২৩
চার : অবরোধকালে আবু আইয়ুব আনসারির ইনতিকাল ৫২৫
পাঁচ : দ্বিতীয় দফা কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ৫২৮
ছয় : উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ৫৩১
সাত : মুআবিয়ার যুগে জুরাজিমা ৫৩৬
আট : রোমযুদ্ধের মহান গাজি আবু মুসলিম খাওলানি ৫৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার শাসনামলে উত্তর-আফ্রিকায় বিজয়ধারা # ৫৪০

এক : মুআবিয়া ইবনু হুদাইজের আক্রমণ ৫৪০
দুই : উকবা ইবনু নাফি ও আফ্রিকা বিজয় ৫৪৩
তিন : কায়রাওয়ান শহর প্রতিষ্ঠা ৫৪৪
চার : উকবার পদচ্যুতি ও আবুল মুহাজিরের গভর্নরি (৫৫ হি.) ৫৫২
পাঁচ : আবুল মুহাজির দিনারের বিজয়াভিযান (৫৫-৬২ হি.) ৫৫৪
ছয় : উকবা ইবনু নাফির দ্বিতীয় অভিযান (৬২-৬৩ হি.) ৫৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে মুআবিয়ার বিজয়াভিযান # ৫৭৩

এক : খোরাসান, সিজিস্তান ও মা-ওয়ারাউন নাহার বিজয় ৫৭৩
দুই : হাকাম ইবনু আমর গিফারিকে নিয়োগ ৫৭৪
তিন : উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ ৫৭৬

চার : সায়িদ ইবনু উসমান ইবনু আফফান (৫৬ হি.) ৫৭৭
পাঁচ : উবায়দুল্লাহর ভাই সালম ইবনু জিয়াদ (৫৭ হি.) ৫৮১
ছয় : মুআবিয়ার যুগে সিন্ধ অঞ্চলে বিজয়াভিযান ৫৮৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার যুগে বিজয়াভিযান থেকে পাওয়া শিক্ষা ও তাৎপর্য ৩ ৫৮৭

এক : মুজাহিদদের ওপর কুরআন-সুন্নাহর প্রভাব ৫৮৭
দুই : মুআবিয়ার বিজয়াভিযানে কতিপয় ইলাহি কানুন ৫৯০
তিন : বিজয়াভিযানের ক্ষেত্রে মুআবিয়ার কর্মকৌশল ৫৯৭
চার : ইসলামি বিজয়-আন্দোলন সুবিন্যস্ত করতে শুরার গুরুত্ব ৫৯৯
পাঁচ : শাসনব্যবস্থার জন্য কেন্দ্র নির্বাচন ও সাহায্য ৫৯৯
ছয় : পতাকা ও নিশান ৬০০
সাত : গোয়েন্দা ও ডাকব্যবস্থা ৬০১
আট : স্থল সীমান্তের নিরাপত্তাব্যবস্থা ৬০২
নয় : নৌবহর গঠন ও সমুদ্রসীমার নিরাপত্তাবিধান ৬০৪
দশ : সেনা ও ত্রাণদপ্তর-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ৬০৬
এগারো : মুআবিয়া-যুগের বিজয়সমূহে ইলমি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ৬০৮
বারো : মুআবিয়ার যুগে মুজাহিদদের কারামত ৬০৯
তেরো : খোরাসানে জাবালুল আশাল-যুদ্ধে হাকাম ইবনু আমর গিফারির গনিমত বণ্টন ৬১২
চৌদ্দ : সিলাহ ইবনু আশইয়াম ও তাঁর ছেলের শাহাদাত ৬১৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুবরাজ নির্ধারণ ও মুআবিয়ার ইনতিকাল # ৬১৭

এক : ইয়াজিদের বায়আতের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা ৬১৭
দুই : ইয়াজিদের বায়আতের ব্যাপারে মুআবিয়া-গৃহীত পদক্ষেপ ৬১৮
তিন : ইয়াজিদকে যুবরাজ মনোনয়নের তারিখ ৬৩২
চার : আবদুর রাহমান ইবনু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইনতিকাল ৬৩৩
পাঁচ : পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াজিদকে চয়নের কারণ ৬৩৫
ছয় : ইয়াজিদ-প্রশ্নে মুআবিয়ার ওপর উত্থাপিত অভিযোগসমূহ ৬৪১
সাত : মুআবিয়ার জীবনের অন্তিম দিনগুলো ৬৫৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা শুধুই আল্লাহর; আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, যাঁর কাছে পাপ থেকে ক্ষমা চাই। আশ্রয় চাই তাঁর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা ও মন্দকাজ থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না। তিনি যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত এবং অবশ্যই তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি একই ব্যক্তি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাঁদের উভয় থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে আলাদা করো। নিশ্চয় আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী। [সুরা নিসা : ০১]
>
> হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন ও পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার রব, তোমার মহীয়ান সত্তা আর বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা। তোমার প্রশংসা—যতক্ষণ-না তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। তোমার প্রশংসা—যতক্ষণ-না তুমি রাজি হয়েছ।

এই গ্রন্থ নবুওয়াত ও খিলাফতে রাশিদাকালের অধ্যয়ন-সম্পর্কিত আমার অন্যান্য গ্রন্থের শেকলের একটি কড়া সংযোজনস্বরূপ। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার লেখা *সিরাতুন নবি ﷺ, আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব* ও *হাসান ইবনু আলি রা.* প্রকাশ পেয়েছে। আমি এই গ্রন্থের নাম রেখেছি *সাইয়িদুনা মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা. : ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব*। এটি আমার লেখা *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আওয়ামিলুল ইজদিহার* ও *ওয়া তাদায়িয়াতুল ইনহিয়ার* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। গ্রন্থটিতে যে বিষয়গুলোর আলোচনা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে :

- মুআবিয়া রা.-এর নাম, বংশতালিকা, উপনাম, পরিবার, পিতা আবু সুফিয়ান, মা হিন্দ বিনতু উতবা ইবনু রাবিআ, তাঁর ও তাঁর ভাই-বোন এবং স্ত্রীদের ইসলামগ্রহণের বিবরণসহ তাঁদের কিছু মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের বিষয়।
- রাসুল ﷺ থেকে মুআবিয়ার হাদিস বর্ণনা এবং তাঁর প্রশংসা ও নিন্দায় বর্ণিত ভ্রান্ত বর্ণনাসমূহের খণ্ডন।
- রাসুল ﷺ ও খিলাফতে রাশিদা-যুগে বনু উমাইয়ার অবদান। কখন উদয় হয় মুআবিয়ার সৌভাগ্যের সিতারা।
- আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে দামেশক, বালাবাক্ক ও বেইলাগান এলাকায় গভর্নর হিসেবে মুআবিয়ার শাসন-কৃতিত্ব এবং উমরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়।

এতৎসঙ্গে গ্রন্থটিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে :

- বিলাদুশ শামের রণপ্রান্তরে মুআবিয়ার কর্মতৎপরতা ও কৃতিত্ব, উমরের শাসনামলে তাঁর হাত ধরে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সেনাবিন্যাসের নিয়ম প্রবর্তন, ইসলামি নৌবহর গঠন, উসমানের শাসনামলে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও বিজয়াভিযান, উসমানের কাছে নৌযুদ্ধের অনুমতির জন্য পীড়াপীড়ি, অনুমতিপ্রাপ্তির পর সাইপ্রাসে আক্রমণ করে সেখানকার অধিবাসীদের অস্ত্রসমর্পণ ও সন্ধির আবেদন জানাতে বাধ্য করা, এরপর সন্ধি ভঙ্গের পরিণতিতে সাইপ্রাস বিজয়।
- মুআবিয়া ও আবু জার গিফারির মধ্যকার বিরোধের বাস্তবতা ও এ সম্পর্কে খলিফা উসমানের অবস্থান।
- বায়তুলমাল থেকে স্বজনদের বেহিসাব অনুদান এবং সাধারণ মুসলিম কোটা থেকে আত্মীয়স্বজনকে সরকারি পদে নিয়োগ-সংক্রান্ত উসমানের ওপর আরোপিত অপবাদ ও অভিযোগসমূহের খণ্ডন।

- উসমানের শাহাদাতের কারণসমূহ—যেমন : অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সমাজে এর প্রভাব। সামাজিক পরিবেশ ও পটভূমি বদলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন প্রজন্মের অভ্যুদয়। ছড়িয়ে পড়া প্রোপাগান্ডা গ্রহণের মতো মনমানসিকতার উদ্ভব। উমরের পর উসমানের খলিফা হওয়া। শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের মদিনা থেকে বেরিয়ে যাওয়া। জাহিলি-যুগের গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা। স্বভাবগত কিংবা মানবিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিজয়ধারা স্তিমিত হয়ে আসা। দীনদারি ও পরহেজগারির ভুল অর্থ গ্রহণ। লোভী ও অথর্ব এক নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব, যারা হিংসুকদের থেকে তাদের নিহতদের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম ছিল না। উসমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বিস্তারের কঠিন পরিকল্পনা। মানুষকে উত্তেজিত করতে সব ধরনের মাধ্যম গ্রহণ। ফিতনা প্রসারে আবদুল্লাহ ইবনু সাবার কর্মতৎপরতা এবং মুআবিয়ার অবস্থান। উসমান কর্তৃক গভর্নরদের সঙ্গে পরামর্শকালে মুআবিয়ার অভিমত। উসমানের শাহাদাত এবং আলি ও মুআবিয়ার যুগে এসব বিষয়ে সাহাবিদের অবস্থান।
- উসমান-হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে সাহাবিদের মতবিরোধ, এর পরিপ্রেক্ষিতে সিফফিনযুদ্ধসহ পরপর বেশ কিছু ঘটনা সংঘটিত হওয়া।
- আবু সুফিয়ান-তনয়া উম্মুল মুমিনিন উম্মু হাবিবা কর্তৃক নুমান ইবনু বাশিরকে উসমানের রক্তমাখা জামাসহ মুআবিয়া ও শামবাসীর কাছে প্রেরণ। মুআবিয়া রা. কর্তৃক আলির হাতে বায়আত গ্রহণ না করার কারণসমূহ, শেষপর্যন্ত বায়আত না করার সিদ্ধান্ত। আলি কর্তৃক শামিদের সঙ্গে যুদ্ধপ্রস্তুতি। উষ্ট্রযুদ্ধের পর আলি রা. কর্তৃক বায়আতের আহ্বান জানিয়ে জারির ইবনু আবদিল্লাহকে মুআবিয়ার কাছে প্রেরণ। শাম অভিমুখে আলির অগ্রাভিযান। সিফফিনে মুআবিয়ার চলে আসা। উভয়পক্ষে হামলার সূচনা, পরে তুমুল যুদ্ধ। শেষে তাহকিমের[১] আহ্বান।

গ্রন্থটিতে আরও জানতে পারবেন :

- আম্মার ইবনু ইয়াসিরের শাহাদাতের ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া। যুদ্ধাবস্থায়ও পরস্পরের প্রতি সমব্যথী ও সদয় আচরণ। বন্দিদের সঙ্গে আমিরুল মুমিনিন আলির ব্যবহার। নিহতদের সংখ্যা ও আলি কর্তৃক তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া। তাঁদের অবস্থার ওপর মনোবেদনা প্রকাশ। যুদ্ধ চলাবস্থায়

[১] তাহকিম মানে সালিশি। সিফফিনযুদ্ধে আলি ও মুআবিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে যে সালিশিব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, এখানে তাহকিম দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য। —*অনুবাদক*।

রোমান বাদশাহর মোকাবিলায় মুআবিয়ার অবস্থান। সিফফিনযুদ্ধ ঘিরে আমর ইবনুল আসের ওপর আরোপিত মিথ্যা রটনা। উসমান-হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চাপ প্রয়োগ। আমিরুল মুমিনিন আলি কর্তৃক মুআবিয়া ও শামবাসীর সমালোচনা এবং তাঁদের গালামন্দ করা থেকে বারণ। তাহকিম-অঙ্গীকারের মূলপাঠ। তাহকিম-সংক্রান্ত বিখ্যাত ভুল ঘটনা। তাহকিমের বাস্তবতা। তাহকিমের ওপর উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

- এ ছাড়া গ্রন্থটি আরও নির্দেশনা দেবে কীভাবে মুসলিমবিশ্বের দেশে দেশে বিদ্যমান বিবাদ-মীমাংসার ক্ষেত্রে তাহকিমের ঘটনা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব।

যুদ্ধালোচনার পাশাপাশি আমি এতৎসংক্রান্ত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থানও আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনা করেছি সিফফিনযুদ্ধোত্তর সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ এবং সন্ধি-উত্তর পরিবেশ মুআবিয়ার অনুকূলে চলে যাওয়ার ব্যাপারটি। অনুরূপ আলোচনা করেছি আমিরুল মুমিনিনের শাহাদাত এবং শাহাদাতের সংবাদ শুনে মুআবিয়ার প্রতিক্রিয়া কী ছিল, সে সম্পর্কেও।

এরপর আলোকপাত করেছি হাসান ইবনু আলির খিলাফতকালে সন্ধির ব্যাপারে তাঁর বিশাল ভূমিকার কথা। কীভাবে তাঁর এই ভূমিকা উম্মাহর মধ্যে দেখা দেওয়া অনৈক্য মিটিয়ে পুনরায় ঐক্য ফিরিয়ে আনার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল! সেই সন্ধি ছিল হাসান রা. কর্তৃক খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার এবং মুআবিয়ার খিলাফতের স্বীকৃতি প্রদান। আমি সেই সন্ধির বিভিন্ন ধাপ, শর্ত ও কারণ, এর প্রতিবন্ধক এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত করেছি। এভাবে শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য, ছোটবড় উপলব্ধি, কল্যাণ ও অকল্যাণ স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। এ ছাড়া মতবিরোধ-সম্পর্কীয় অনুধাবনও পেশ করেছি। আরও আলোকপাত করেছি উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে হাসানের বিশাল পরিকল্পনা; যে চিন্তা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন অনন্য অবস্থানে। তাঁর ওই মহান ত্যাগের ফলেই উম্মাহ এক নতুন যুগে প্রবেশে সক্ষম হয়। যার ফলে সকল সাহাবিসহ পুরো উম্মাহকে মুআবিয়ার হাতে বায়আত গ্রহণ করে একাকার হয়ে যেতে দেখা যায়।

গ্রন্থটিতে আমি মুআবিয়ার গুণাবলিও আলোচনা করেছি। সেই গুণসমূহের অন্যতম হচ্ছে—তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিম, প্রাজ্ঞ ফকিহ। তাঁর মধ্যে ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা, উদারতা, সাবধানতা, কঠিন অবস্থায় বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের পারঙ্গমতা, অনন্য বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্মদর্শনের ক্ষমতা, বিনয়, নম্রতা, পরহেজগারি ও আল্লাহভীতি।

এ ছাড়া আমি মুআবিয়ার মর্যাদায় নবিজির প্রশংসাবাক্য উল্লেখ করেছি এবং এ কথা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি যে, বনু উমাইয়া সালতানাত হচ্ছে খায়রুল কুরুনের (উত্তম সময়ের) অংশ, যে কাল সম্পর্কে খোদ রাসুল ﷺ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

> তোমাদের উত্তম লোকগুলো হচ্ছে আমার সময়ের লোকজন, এরপর তারা, যারা পরবর্তী যুগের; এরপর তারা, যারা পরবর্তী যুগের।[২]

আমি বনু উমাইয়ার শাসনকেন্দ্র শামের ব্যাপারে আলোচনা করেছি। আলোচনায় এনেছি শামবাসী সম্পর্কে নবিজির হাদিসসমূহও। একইভাবে মুআবিয়ার শাসনামলের সমাজপতি এবং শুরাসদস্যদের নিয়েও আলোকপাত করেছি। আলোচনা করেছি তাঁর সময়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্রমধারা, শীর্ষ সাহাবিদের মূল্যায়ন, তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে উত্তম আচরণ এবং হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাজিআল্লাহু আনহুমসহ অন্য সাহাবির সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারগুলোও।

মুআবিয়া রা. দামেশকের মিম্বারে দাঁড়িয়ে আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-কে গালাগালি করতেন মর্মে যেসব মিথ্যা বর্ণনা রয়েছে, আমি সুস্পষ্ট ভাষায় তা খণ্ডন করেছি। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের দাবি—মুআবিয়া রা. হাসান রা.-কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিলেন; আমি উজ্জ্বল প্রমাণাদি এবং ইলমি তাহকিক উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি, এসব ছিল নিতান্তই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা।

আমিরুল মুমিনিন হওয়ার পর উসমান-হত্যাকারীদের ব্যাপারে মুআবিয়ার অবস্থান কী ছিল, তা-ও তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। একইভাবে হুজর ইবনু আদির হত্যা ও এ ব্যাপারে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকার অবস্থানও বর্ণনা করেছি। বিশেষভাবে এই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি :

- মুআবিয়া রা. নিজে শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহের খুঁটিনাটি দেখাশোনা করতেন। তিনি তাঁর খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। তাঁর শাসনকেন্দ্রে প্রতিদিন পরামর্শসভা বসত। এর অধীনে নিম্নোক্ত বিভাগগুলো পরিচালিত হতো : প্রকাশনা বিভাগ (পত্রাদি রচনা), ডাকবিভাগ, প্রহরা ও চৌকিদারি বিভাগ, পুলিশবিভাগ। উত্তম মানুষ ও যোগ্য সহকারী নির্বাচন, মানুষের মন জয়, উদার হাতে সম্পদ ব্যয়, কোমল ও কঠোরতার রাজনীতি অবলম্বন, বনু উমাইয়া ও তাঁর শাসনাধীন মানুষের মধ্যে কল্যাণকর রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন,

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬৬৯৫।

নিজেকে এবং শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনীতিকে অগ্রাধিকার, জনগণকে বনু উমাইয়ার দিকে অনুরাগী করে তোলা, সংবাদ আদানপ্রদান ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ, ইসলামি সেনাবাহিনী গঠন ও উন্নতকরণ, বিভিন্ন গোত্র ও সমাজব্যবস্থায় প্রজ্ঞা ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ, উমাইয়া-পরিবারের কল্যাণে তাঁর রাজনীতি—এগুলোই ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার অনন্য কৃতিত্ব।

- আমি মুআবিয়ার সামাজিক জীবন, তাঁর সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, ভাষাজ্ঞানসহ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞার কথাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।
- খারিজিদের সঙ্গে মুআবিয়ার আচরণ, তাদের দুর্বল ও নির্মূল করতে তাঁর কর্মপন্থা সম্পর্কে আলাদা একটি পরিচ্ছেদে এসব আলোচনার চেষ্টা করেছি।
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আমদানির উৎস তথা জাকাত, খারাজ[৩], জিজিয়া[৪], উশর[৫], ভূমিজ উৎপাদন ও গনিমতের পাশাপাশি সাধারণ ব্যয়খাত তথা সামরিক, সামাজিক ও কল্যাণখাতে অর্থব্যয়ের কথা আলোচনা করেছি।
- মুআবিয়ার শাসনামলে কৃষিব্যবস্থা, দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যসহ শিল্প ও পেশার গুরুত্ব নিয়েও আলোকপাত করেছি।
- তাঁর শাসনামলে সম্পদ-ব্যয় নিয়ে সন্দেহমূলক তৎপরতা—যেমন : দান-সাদাকায় কমবেশির বৈধতা প্রদান, আমর ইবনুল আসকে ঘুস প্রদান, মানুষের মনস্তুষ্টি অর্জন, তাদেরকে সহযোগী বানাতে অন্যায্য দান, সর্বোপরি একতরফাভাবে উমাইয়াদের সুখসমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিতের প্রয়াস সম্পর্কিত মিথ্যা বর্ণনাগুলো খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছি।
- আলোচনা করেছি বনু উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিচারব্যবস্থা ও খিলাফতে রাশিদার সঙ্গে মুআবিয়ার সম্পর্ক নিয়ে। যেমন : বিচারব্যবস্থা থেকে খলিফাদের দূরে থাকা, কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা, বিচারপতিদের স্তরবিন্যাস, সিদ্ধান্তসমূহ লিখে রাখার ওপর গুরুত্বারোপ এবং সাক্ষী রাখা, বিচারপতিদের সহযোগিতার জন্য নকিব, দ্বাররক্ষী, অনুবাদক, নিরাপত্তারক্ষী ও কর্মচারী নিয়োগের রীতি প্রবর্তন।

---

[৩] সাধারণ-কর।

[৪] নিরাপত্তা-কর।

[৫] উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ দান করা।

- উমাইয়া শাসনামলে বিচারবিভাগীয় রায়সমূহের উৎস, বিচারপতিদের বিশেষত্ব, সে কালের বিখ্যাত কয়েকজন বিচারপতির নামসহ কাজিদের বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে মুআবিয়ার কাছে বিচারব্যবস্থা-সংক্রান্ত পাঠানো চিঠির বিবরণীসহ পুলিশবিভাগ ও তাদের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। বলেছি, রাষ্ট্রকে শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তা দেওয়াই ছিল পুলিশের প্রধান কাজ। পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব ছিল অপরাধী ও আইন লঙ্ঘনকারীদের ওপর শরিয়তসম্মত শাস্তি কার্যকর করা। বর্ণনা করেছি রাষ্ট্রের অপরাপর শক্তি ও বিভাগসমূহের সঙ্গে পুলিশবিভাগের সম্পর্ক—যেমন : চৌকিদার, জল্লাদ, পর্যালোচনা ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা, অপরাধী গ্রেপ্তার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের কথা।

- আলোচনায় আরও স্থান পেয়েছে সাম্রাজ্যের অধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহ এবং সেখানকার বিখ্যাত গভর্নরদের নামসহ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় তাদের অবদান ও কৃতিত্বের বিবরণী। মদিনা মুনাওয়ারার আলোচনা প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রা.-এর জীবনীও উল্লেখ করেছি। তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরিতে। মহান এই সাহাবি মুআবিয়ার শাসনকালের প্রায় ১৮ বছর জীবিত ছিলেন। ইসলামের শত্রুরা প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ওই মহান সাহাবির ওপর ঘৃণ্য হামলা চালিয়ে আসছে; আর সেসব অপবাদ ইসলামের শত্রু প্রাচ্যবিদরা লুফে নিয়ে প্রচারণার তুফান চালিয়ে গেছে। এ জন্য আমি তাঁর হয়ে প্রতিরোধী ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেননা, তিনি ছিলেন হাদিস বর্ণনাকারীদের সম্রাট। আমি তাঁর কিছু জীবনচরিত অর্থাৎ, তাঁর ইবাদত, চরিত্রের পবিত্রতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, ক্ষমা ও উদারতার কথা তুলে ধরেছি। অপনোদনের চেষ্টা করেছি তাঁর নামে প্রচারিত মিথ্যা সন্দেহগুলো, যেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছা রাসুল ﷺ-এর অসংখ্য হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত করে তোলা। মুনাফিক-চরিত্রের লোকজন অসদুদ্দেশ্যেই এই মহান সাহাবির ওপর এসব কলঙ্ক লেপন করতে চায়। এদের মিথ্যাচার উন্মোচনে সময়ের ভাষায় কবি বলেন,

অনিচ্ছায় যখন জড়িয়ে পড়তে হয় কঠিন সমরে তোমায়
পাও না খুঁজে পলায়নের পথ, বিন্যস্ত হয়ে যায় সারি
আল্লাহর কিতাবকে তখন বানিয়ে বর্ম নেমে এসো মাঠে।
শরিয়তকে বানিয়ে নাও শত্রুবিনাশী সুতীক্ষ্ণ তরবারি
রাসুলের সুন্নাহকে বানিয়ে নাও তোমার প্রতিরোধী ঢাল

আর চড়ে বসে জাপটে ধরো দুঃসাহসের তাজির ঝুঁটি।
জমে থেকো পিঠে তার প্রবল আস্থায় ধৈর্যের প্রশান্ত ছায়ায়
মানুষের সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি তো হচ্ছে তার সহনশীলতা।
বিদ্ধ করো প্রাণ-সংহারক বর্শাটি তোমার প্রতিটি শত্রুর বুকে
অশ্বারোহী বর্শাধারীদের মহান মর্যাদা রয়েছে প্রভুর সমীপে।
শত্রুর ব্যূহে চালাতে অভিযান ফের হাতে নাও বর্শা সত্যতার
ভীরুতার প্রদর্শন নয়, নিষ্ঠচিত্ত এবং শুধুই আল্লাহর হয়ে যাও।

- এ ছাড়া আমি তুলে ধরেছি মুআবিয়ার শাসনামলের বিজয়াভিযানসমূহের অবস্থা। বিজয়াভিযান নিয়ে আলোচনার আগে সন্দেহ উদ্রেককারী মিথ্যা ও বানোয়াট সেই তথ্যগুলো খণ্ডন করেছি, যেখানে বলা হয়েছে—মুআবিয়া শুধু খিলাফতে রাশিদা-যুগে সূচিত অসমাপ্ত বিজয়কেই পূর্ণতা দিয়েছেন এবং অধিকৃত অঞ্চলের ক্ষমতা সুসংহত করেছেন; নতুন কোনো অঞ্চল জয় করেননি! অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এটা ছিল তাঁর যুগের বিজয়াভিযানের প্রথম ধাপমাত্র। দ্বিতীয় ধাপে তিনি যে বিজয়ের সূচনা ঘটান, সে ধারা অনেকটা ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের শাসনামলে পূর্ণতায় পৌঁছায়; বরং তা থেকেও অধিক প্রলম্বিত হয়।

- আরও আলোকপাত করেছি বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে মুআবিয়া রা. কর্তৃক সূচিত জিহাদি আন্দোলনের বিবরণ, কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরিকল্পনা। বাইজেন্টাইনদের রাজধানী জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি যে রণকৌশল সাজিয়েছিলেন, সেগুলোও আলোচনা থেকে বাদ যায়নি। যেমন বলেছি, তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মিসরে জাহাজনির্মাণ-শিল্প গড়ে তোলেন, মিসর ও শামের উপকূলীয় সীমান্তের নিরাপত্তাব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, ভূমধ্যসাগরের উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দ্বীপগুলোর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুআবিয়া রা. কনস্টান্টিনোপলও অবরোধ করেন। নবিজির মেজবান আবু আইয়ুব আনসারি রা. কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালেই ইনতিকাল করেন। তাঁর অসিয়ত ছিল—তাঁকে যেন যথাসম্ভব শত্রুর এলাকার কাছে নিয়ে দাফন করা হয়। এ ছিল জিহাদি আবেগের বহিঃপ্রকাশ ও অভূতপূর্ব এক দৃশ্য যে, তাঁর লাশ ছিল মুজাহিদদের কাঁধে; তিনি যেন শহিদ অবস্থায়ও তাঁদের দলের একজন হয়ে সামনে এগিয়ে চলছিলেন। তাঁর কামনা ছিল জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় তিনি শত্রু-এলাকার আরও গভীরে এগিয়ে যাবেন, যেন জীবিত অবস্থায় যেটুকু অঞ্চল জয় করেছেন, তাতে মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না; বরং

আরও এগিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। মূলত এ ছিল একজন সত্যিকার মুজাহিদের এমন এক সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন মুজাহিদের কাছে এর চেয়ে বড় কোনো চাওয়া আর হতে পারে না।

আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া জলে-স্থলে একের পর এক আক্রমণের মাধ্যমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে একেবারে শ্বাসরুদ্ধ ও সন্ত্রস্ত করে তোলেন। তাদের জীবন দুঃসহ ও বিপন্ন করে ফেলেন। তাঁর আক্রমণের ফলে তারা হয় সীমাহীন সমস্যাজর্জর ও ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু এতকিছুর পরও কনস্টান্টিনোপল বিজয় সম্ভব হয়নি। এর অনেক কারণও ছিল। ইনশাআল্লাহ গ্রন্থটি পাঠ করলে সেগুলো জানা যাবে।

- মুআবিয়া রা. বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির পর বাইজেন্টাইন ও উমাইয়া সালতানাতের মধ্যে চিঠি ও অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের পাশাপাশি দূতিয়ালি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সন্ধির এ সুযোগ নিয়ে তিনি উত্তর-আফ্রিকায় তাঁর বিজয়ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁর যুগেই মুআবিয়া ইবনু হুদাইজের হামলা সংঘটিত হয়। এ ছাড়া এই বিজয়ধারায় উকবা ইবনু নাফির নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনিই বর্তমানে তিউনিসিয়া নামে সুপরিচিত কায়রাওয়ান শহর প্রতিষ্ঠা করেন। মুআবিয়ার যুগেই এর ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই কায়রাওয়ান হয়ে ওঠে বিলাদুল মাগরিবে ইসলামের বিজয় এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির এক দুর্জয় কেল্লা, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নত রাজধানী। পাঠক অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, উকবার শাহাদাত পর্যন্ত উত্তর-আফ্রিকায় বিজয়ধারা অব্যাহত ছিল।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আরও আলোচিত হয়েছে, উমাইয়া সালতানাতে মুআবিয়ার বিজয়ধারা পূর্বদিকে খোরাসান, সিজিস্তান ও মা-ওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সিন্ধ বিজয়। ওই বিজয়সমূহে রয়েছে বিপুল শিক্ষা ও তাৎপর্য। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ও তাৎপর্য হচ্ছে :

- মুজাহিদদের অন্তরে আল্লাহর কুরআন ও প্রিয়নবির হাদিসের প্রভাব।
- বিজয়ধারায় আল্লাহর চিরন্তন নীতি তথা ঐক্য ও সংহতি অবলম্বন করা।
- আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুজগতকে কাজে লাগানো।
- প্রতিরক্ষায়, জুলুম, জালিম, ভোগবিলাসী, অবাধ্য ও অহংকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ-নির্দেশিত নীতি অবলম্বনের পাশাপাশি ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া এবং সমাজে বিপ্লব নিয়ে আসার নীতি গ্রহণ।

- খলিফা মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান জিহাদি অভিযানের যে চিত্র এঁকেছিলেন, তা ছিল রোম, উত্তর-আফ্রিকা, সিজিস্তান, খোরাসান ও মা-ওয়ারাউন নাহার বিজয়।
- তাঁর রাজনীতির অন্যতম দিক ছিল—জিহাদি আন্দোলন সফলের লক্ষ্যে শুরাপরিষদ গঠন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও দপ্তরগুলোকে সহায়তা প্রদান, আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় ও গোত্রীয় পতাকার প্রচলন, গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা, ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠা, স্থলসীমা সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্বারোপ, নৌবহর গঠন, সামরিক ও বেসামরিক বিষয়ে দপ্তর গঠন, ইলমি ও সামাজিক জীবনাচারের ওপর গুরত্বারোপ এবং মুজাহিদদের থেকে অলৌকিক কিছু বিষয়ের প্রকাশ।

মুআবিয়াসহ আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এবং তাঁর দুই ছেলে ওয়ালিদ ও সুলায়মানের যুগে উমাইয়া সালতানাতের পরিধি অনেক বাড়ে। তাঁরা প্রাচ্যে চীন এবং পাশ্চাত্যে স্পেনসহ ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমা ছড়িয়ে দেন।

তখনকার খলিফাগণ নিজেদের সন্তানদের জিহাদে পাঠানোর পাশাপাশি নিজেরাও জিহাদে অংশ নিতেন। তাতে যোগ দিতেন সাহাবি ও শীর্ষস্থানীয় তাবিয়িগণ। বিজয়াভিযানের ফলে রাষ্ট্রের মর্যাদা বাড়ে। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সকল শ্রেণিপেশার মানুষ অস্তিত্বে আসে। সে সমাজে যেমন আলিম ও ফকিহদের উপস্থিতি ছিল, তেমনি ছিল ব্যবসায়ী ও ইবাদতকারীদের উপস্থিতি। তাঁরা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েন। বিজেতারা বিজিত অঞ্চলে মানুষকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ইনসাফ, সুশাসন ও ন্যায়বিচার উপহার দেন। তাঁদের আত্মিক ও শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করেন। পৌঁছে দেন ইসলামের সঠিক বার্তা, যে ইসলাম এই ধূলির ধরায় প্রতিষ্ঠা করে অনুপম মানবতাবাদ। ফলে তাদের অন্তরে খুব দ্রুত ইসলাম শিকড় বিস্তার করে। ঢুকে পড়ে তাদের চিন্তাচেতনার গভীর প্রদেশে। প্রভাব বিস্তার করে তাদের প্রজ্ঞা ও মেধার ওপর। বিজেতারা সেসব গোত্রে সেই বাস্তবতা নিয়ে আসেন, যার মাধ্যমে কল্যাণপ্রাপ্ত হন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সোনালি কাফেলা। তাঁরা সেই চিরন্তন কল্যাণের সঙ্গেই তাদের পরিচিত করে তোলেন, যে সম্পর্কে কবি বলেন,

আল্লাহ সুমহান, অবশ্যই মুহাম্মাদের দীন
ও তাঁর কিতাব অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুগঠিত বাণী।
তিনি তো হিদায়াতের সূর্য জগদ্‌বাসীর জন্য, যার উদয়ে
কেবল বোকারাই তাঁর পূর্ণ গুণাবলি গ্রহণ করেনি।

তাঁর শরিয়তের মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হয়েছে,
যা হিদায়াত ও কল্যাণের মূল এবং শাখাগত বিষয়।
তাঁর সমীপে অতীত ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করো না;
সূর্য জেগে উঠেছে। অতএব, বাতি নিভিয়ে দাও।

মুআবিয়ার এই বিশাল বিজয় প্রমাণ করে, তখন উম্মাহ ছিল ঐক্যবদ্ধ। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর দীনের অনুগামী, জাতিসমূহের হিদায়াতের ব্যাপারে আগ্রহী। এ ছাড়া আমি গ্রন্থটিতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলিও আলোচনা করেছি :

- যুবরাজ নির্ধারণের চিন্তা, ইয়াজিদের হাতে বায়আত গ্রহণের পদক্ষেপ, পরামর্শগ্রহণ, বিরূপ প্রচারণার চাপ, শামবাসী কর্তৃক ইয়াজিদের হাতে বায়আত গ্রহণ, বিভিন্ন প্রতিনিধিদল কর্তৃক বায়আত গ্রহণ, মদিনাবাসীর কাছে বায়আতের আবেদন এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমর, আবদুর রাহমান ইবনু আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও হুসাইন ইবনু আলি রাজিআল্লাহু আনহুম কর্তৃক ইয়াজিদের হাতে বায়আত গ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকৃতি।
- ইয়াজিদকে যুবরাজ নির্ধারণের কারণসমূহ—যেমন : উম্মাহর ঐক্য সুদৃঢ় করা, গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানরোধ, ছেলের প্রতি মুআবিয়ার সীমাহীন ভালোবাসা।

এ ছাড়া আলোচনা করেছি, ইয়াজিদের বায়আত-প্রশ্নে মুআবিয়ার ওপর উত্থাপিত অভিযোগসমূহ, তাঁর যুবরাজের ধারণা ও প্রকৃতি, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো, ইনতিকাল-পূর্ব কঠিন অবস্থায় মুআবিয়ার দুআ—

اَللّٰهُمَّ اَقِلِّ الْعَثْرَةَ، وَاْعفُ عَنِ الزَّلَّةِ، وَ تَجَاوَزْ بِحِلْمِكَ مَا لَمْ يُرْجَ عَيْرُكَ فَاِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، لَيْسَ لِذِىْ خَطِيْئَةِ مَهْرَبٌ اِلاَّ اِلَيْكَ.

‘হে আল্লাহ, আমার পদস্খলন মিটিয়ে দাও। বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দাও। আপনার সহিষ্ণুতার মাধ্যমে সেসব গুনাহ ক্ষমা করে দাও, যেগুলো আমার অজ্ঞাতে হয়ে গেছে; আপনি ছাড়া কারও কাছে যেগুলোর ক্ষমার আশা করা যায় না। হে আল্লাহ, নিশ্চয় আপনি প্রশস্ত ক্ষমাশীল। পাপীদের জন্য তো আপনি ছাড়া কারও দিকে পালানোর জায়গা নেই।’ এই দুআর পরই তিনি ইনতিকাল করেন।

শুরু ও শেষে শুধু আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ। আল্লাহর কাছে তাঁর কল্যাণবহ নাম ও উত্তম গুণাবলির মাধ্যমে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার কাজগুলো তাঁরই সন্তুষ্টির মাধ্যম

করে নেন। তাঁর বান্দাদের উপকারের মাধ্যম বানান। লিখিত প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে সাওয়াব দেন। এগুলো যেন মিজানে আমার পুণ্যের পাল্লায় রাখা হয়। এ ছাড়া আমার সেই ভাইদের প্রতিদান দেন, যারা কাজটি পূর্ণতায় পৌঁছাতে সহায়তা করেছেন। গ্রন্থটির পাঠকদের কাছে প্রত্যাশা—তারা যেন এই অধমকে না ভোলেন; যে তাঁর প্রভুর ক্ষমা ও রহমত প্রত্যাশী।

> হে আমার রব, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি—আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণিভুক্ত করুন। [সুরা নামাল : ১৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

> আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের যে দরজা খুলে দেন, কেউ তা বন্ধ করতে পারে না এবং তিনি কিছু বন্ধ করতে চাইলে কেউ তা খুলতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। [সুরা ফাতির : ২]

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সরদার মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গীসাথির ওপর।

পবিত্রতম হে আল্লাহ, তোমারই প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার কাছেই তাওবা করি এবং আমাদের শেষ দাবি হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য।

ড. আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান
জন্ম থেকে খিলাফতে রাশিদার যুগ পর্যন্ত

- নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও পরিবার।
- উমর ও উসমানের যুগে বনু উমাইয়া ও মুআবিয়া।
- আমিরুল মুমিনিন আলির যুগে।
- আমিরুল মুমিনিন হাসান ইবনু আলির যুগে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও পরিবার

এক. নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও জন্ম

আবু আবদুর রাহমান মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ইবনু সাখার ইবনু হারব ইবনু উমাইয়া ইবনু আবদি শামস ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব কুরাইশি উমাবি মাক্কি।[৬]

বিভিন্ন বর্ণনামতে আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া রাসুলে আকরাম ﷺ-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পাঁচ, সাত অথবা তেরো বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তবে প্রথম অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ।[৭]

আকারে দীর্ঘদেহী, ফরসা, সুন্দর ও অপার্থিব ভীতিমাখা চেহারার অধিকারী মুআবিয়ার মধ্যে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রয়েছে, তাঁর দূরদর্শী পিতা আবু সুফিয়ান শৈশবেই তা অনুমান করে নিতে পারেন। একদিন আবু সুফিয়ান স্ত্রীকে বলন, 'দেখবে, আমার এই ছেলে ভবিষ্যতে নেতা হবে। সে তার গোত্রের নেতৃত্বলাভের সকল যোগ্যতা রাখে।' জবাবে তাঁর মা বলেন, 'শুধু গোত্রের নেতৃত্ব? ও যদি পুরো আরবের নেতা হতে না পারে, তাহলে হারিয়ে যাক।'[৮]

আবান ইবনু উসমানের বর্ণনা; একদিন মুআবিয়া রা. তাঁর মা হিন্দের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। আচমকা তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে মা বলেন, 'দাঁড়াও, আল্লাহ তোমাকে উঠতে না দিন।' এক বেদুইন তাঁর এ কথা শুনে বলে ওঠে—'আপনি এমন করে বলছেন কেন? আল্লাহর কসম, আমার মনে হচ্ছে, এ ছেলে একদিন তার গোত্রের নেতৃত্ব দেবে।' উত্তরে মুআবিয়ার মা বলেন, 'সে যদি শুধু তার গোত্রের নেতৃত্ব দেয়, তাহলে আল্লাহ যেন তাকে এখান থেকে না ওঠান।'[৯]

---

[৬] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১২০।

[৭] *আল-ইসাবা* : ৬/১৫১।

[৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১১/৩১৬।

[৯] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১২১।

দুই. আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ

মুআবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানকে ইসলামের সেই উদ্ধত শত্রুদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যারা ইসলামগ্রহণের আগে ইসলামের বিরোধিতায় ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সিরাতুন নবি ও ইসলামবিরোধী তৎপরতা-সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে তাঁর সেই শত্রুতা পরিষ্কারভাবে বিবৃত রয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তাঁকে হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করতে চাইলে মক্কাবিজয়ের অল্প আগে তাঁকে ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন। তখন রাসুল ﷺ তাঁর সম্মানার্থে বলেন, 'যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ।'[১০] আবু সুফিয়ান সম্পর্কে নবিজির এ বাণীর মধ্যে একটি শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য তাঁর ঘর সুনির্দিষ্ট করা ছিল এমন এক গৌরবের বিষয়, যার মাধ্যমে নেতা আবু সুফিয়ান মানসিকভাবে তৃপ্তি পান। বিষয়টি তাঁকে ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ হতে সহায়তা করে, তাঁর ইমানে অপার্থিব শক্তি সঞ্চার করে।[১১]

নবিজির উদার এ আচরণ এমনই প্রভাবক হয়ে ওঠে যে, এর ফলে আবু সুফিয়ানের মনমস্তিষ্ক থেকে ইসলাম ও ইসলামের নবি সম্পর্কে ইতিপূর্বের হিংসা-বিদ্বেষের জীবানুগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তাঁর কাছে এ বিষয়টিও প্রকাশ পায়—ইসলামে একনিষ্ঠ হতে পারলে, ইসলামের জন্য নিজের সামর্থ্য ব্যয় করতে পারলে ইতিপূর্বে কুরাইশদের কাছে তাঁর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল, ইসলামগ্রহণের কারণে তা মোটেও হ্রাস পাবে না।[১২] এই হচ্ছে নবিজির উদার আচরণের সুন্নাহ। যাঁরা দীনের দায়ি; তাঁদের জন্য জরুরি হচ্ছে, তাঁরা যেন দাওয়াতের কাজে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সুন্নাহ অনুসরণ করেন, এর ওপর আমল করেন।[১৩]

ইসলামগ্রহণের পর আবু সুফিয়ানের ইমান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পরে আজীবন তিনি ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দিয়ে গেছেন। তায়েফ অবরোধ এবং হুনাইনযুদ্ধে তিনি রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে অংশ নেন। এ সময় তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এরপর ইয়ারমুকযুদ্ধে অপর চোখটিও হারিয়ে ফেলেন।[১৪] বনু সাকিফের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবিজি তাঁকে মুগিরা ইবনু শুবার সঙ্গে 'লাত' প্রতিমা ধ্বংসের জন্য পাঠান।[১৫] যদিও প্রতিমাটি ছিল বনু সাকিফের; কিন্তু কুরাইশরাও সেটার খুব সম্মান করত, এর নামে শপথ করত।

---

[১০] *সহিহ বুখারি* : ৪২৮০।

[১১] *আল-মুসতাফাদ মিন কিসাসিল কুরআন* : ২/৪০৩।

[১২] *কিরাআতুস সিয়াসিয়া লিস সিরাতিন নাবাবিয়া*, মুহাম্মাদ রাওয়াস : ২৪৫।

[১৩] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, সাল্লাবি : ৪৯৭।

[১৪] *আত-তাবয়িন ফি আনসাবিল কুরাশিয়্যিন* : ২০৩।

[১৫] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ৪/১৯৫।

উপরিউক্ত ঘটনা থেকেই প্রকাশ পায়— ইমান আবু সুফিয়ানের অন্তরের গভীরে জায়গা করে নিয়েছিল। ইতিপূর্বে তাঁর ইসলামগ্রহণ-প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মোহ। ইসলাম গ্রহণের পর নবিজি তাঁর সেই চাহিদার মূল্যায়ন করলে কেবল আবু সুফিয়ানের ওপরই নয়; বরং মক্কাবিজয়ের পর কুরাইশের বড় বড় নেতার ওপরও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নবিজি শুধু মক্কাবিজয়ের দিন আবু সুফিয়ানের ঘরকে দারুল আমান তথা নিরাপদ ঘর আখ্যা দেননি; বরং হুনাইনযুদ্ধের পর অন্যান্য মুআল্লাফাতুল কুলুবের[১৬] মতো তাঁকেও সম্পদের বিপুল অংশ দান করেন।[১৭]

জাহিলি-যুগে আবু সুফিয়ান ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতায় যা করেছিলেন, তা ভুলে যাননি। তাই ইসলামগ্রহণের পর তাঁর মধ্যে এই প্রবল আগ্রহবোধ জন্ম নেয় যে, তিনি দীনের বেশি বেশি খিদমতের মাধ্যমে অতীত-অন্যায়ের প্রতিবিধান করবেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু কাসির রাহ. বর্ণনা করেন, 'জাহিলি-যুগে আবু সুফিয়ান কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন; আর বদরযুদ্ধের পরে তো কুরাইশদের একক নেতায় পরিণত হয়ে ওঠেন। এরপর ইসলামগ্রহণ করলে ইসলামেও তিনি ছিলেন খুব দৃঢ়পদ। ইয়ারমুকযুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এর আগে-পরের অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়ে ইসলামের প্রতিরক্ষায় প্রশংসনীয় অবদান রাখেন।'[১৮]

সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব বর্ণনা করেন, ইয়ারমুকযুদ্ধ চলাকালে মুসলমান ও রোমানরা যখন তুমুল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন আমি একজনের আওয়াজ শুনতে পাই। তিনি বলছিলেন, 'আল্লাহর সাহায্য কাছেই।' আমি তখন তাকিয়ে দেখি আবু সুফিয়ান তাঁর ছেলে ইয়াজিদের পতাকার নিচে থেকে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যাচ্ছেন।

এ ছাড়া বর্ণিত আছে; ইয়ারমুকযুদ্ধ চলাকালে তিনি অশ্বারোহীদের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে মানুষকে ডেকে বলছিলেন, 'আল্লাহ, আল্লাহ, তোমরা হলে আরবের নিরাপত্তারক্ষী ও ইসলামের সাহায্যকারী; আর ওরা হলো রোমের নিরাপত্তারক্ষী ও কুফরের সাহায্যকারী। হে আল্লাহ, আজকের দিনও তোমার দিনগুলোর একটি। হে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দাদের সাহায্য করুন।'

আবু সুফিয়ানের মৃত্যু-সন নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। মতান্তরে ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৯] মুআবিয়া রা. তাঁর জানাজার সালাত পড়ান।

---

[১৬] মুআল্লাফাতুল কুলুব তাদের বলা হয়, যাদের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে অর্থসহ পার্থিব সামগ্রী দান করা হতো।

[১৭] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল-মুফতারা আলাইহা* : ১৪২।

[১৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১১/৩৯৭।

[১৯] *আত-তাবয়িন ফি আনসাবিল কুরাশিয়িন* : ২০৩।